এমডি-২ আনারসের পরিচিতি ও চাষ

'সুপার সুইট' খ্যাত এমডি-২ আনারস বিশ্ব বাজারে অত্যধিক চাহিদা সম্পন্ন অম্ল মধুর মিষ্টতায় (১৪% ব্রিক্স), ফলের শেল্ফ লাইফ ৩০ দিন, সুস্বাদু, পুষ্টিগুণ ও মনোমুগ্ধকর সুবাস সমৃদ্ধ ফল।

আমাদের দেশের প্রচলিত জাত থেকে এ জাতে ভিটামিন সি আছে ৩-৪ গুণ বেশি, এছাড়াও আছে অল্প পরিমাণে ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, ফসফরাস, জিঙ্ক ও ক্যালসিয়াম। এ জাতটি দুরারোগ্য হৃদপিন্ডের রোগ, ডায়াবেটিস, কিছু কিছু ক্যানসারের ক্ষতির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। আনারসের উপস্থিত ব্রোমেলিন হজমে সহায়তা করে। প্রদাহ বিরোধী উপাদান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও রক্ত তরল করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

১০০ গ্রাম আনারসের পুষ্টিমান :
ক্যালরি ৮২.৫, ফ্যাট ০.০১ গ্রাম, প্রোটিন ৬০ গ্রাম, শর্করা ১১.৮২ গ্রাম, ফাইবার ১.৪ গ্রাম, এছাড়া রিকোমেন্ডড ডায়েটারি ইনটেক অনুযায়ী-
ভিটামিন সি ১৩১%, ম্যাঙ্গানিজ ৭৬% ভিটামিন বি৬ ৯%, কপার ৯%, থায়ামিন ৯%, ফোলেট ৭%, পটাসিয়াম ৫%, ম্যাগনেসিয়াম ৫%, নিয়াসিন ৪%, প্যানথেনিক এসিড ৪%, রিবোফ্লাভিন ৩%, আয়রন ৩%

কেনো এমডি- ২ জাত?

তুলনামূলক বিচারে এম ডি-২ জাতের জনপ্রিয়তার উল্লেখ করার মত কারণ রয়েছে। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম জাতই নয়, তুলনামূলকভাবে চাষ প্রণালীও সহজ। এ জাতের মুকুট ভাসা থাকায় ভক্ষণশীল অংশের পরিমাণ বেশি থাকে। সাকারের আকার অনুযায়ী ১২ থেকে ১৬ মাসে উৎপাদন হয়। সাকার উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। বৃষ্টির পানি ছাড়া অতিরিক্ত সেচের প্রয়োজন হয়না। এ জাতের ফলন প্রচলিত জাত থেকে দ্বিগুন হয়ে থাকে।

মাটি

সুনিষ্কাশিত দোঁ আশ, বেলে দোঁ আশ মাটি এ জাতের আনারসের জন্য উপযোগী। অম্ল মাটি বেশি ভালো। উপযুক্ত পিএইচ হলো ৫.৫-৬।

জমি তৈরি

আনারসের জন্য গভীর চাষের প্রয়োজন হয়। পাহাড়, টিলা এবং উঁচু যেস্থানে বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না সেস্থানে ৩০ ইঞ্চি প্রশস্থ বেড তৈরী করতে হবে। দুই বেডের মাঝখানে ৩০ ইঞ্চি সেচ নালা রাখতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৮ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ ইঞ্চি।

রোপনের সময়

বর্ষার পর অক্টোবর-মার্চ পর্যন্ত আনারস রোপন করা যায়। তবে অক্টোবর-নভেম্বর মাস চারা রোপনের উপযুক্ত সময়।

সারের পরিমাণ

জমির উর্বরতা শক্তি অনুসারে সারের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে।
খামারি অ্যাপস অনুযায়ী বিঘা প্রতি (৩৩ শতাংশ) অনুমিত মাত্রাঃ

সারের নাম	
পচা গোবর	~~২৫ কেজি~~ ২.৫টন
ইউরিয়া	৫২ কেজি
ডিএপি	১৮.৫ কেজি
এম ও পি	৩৩ কেজি
জিপসাম	২.৬ কেজি
জিংক সালফেট	৮০০ গ্রাম

মুড়ি ও সাথী ফসল চাষ

আনারস চাষে অন্যান্য ফসলের থেকে আরেকটি লাভ হলো মুড়ি ফসল চাষ। অন্যান্য জাতের মত এ জাতের সাথেও সাথী ফসল হিসাবে আদা, সরিষা, কলাই, সয়াবিন, কচু চাষ করা যায়।

ফলন

ফলন গড়ে ৪.০-৪.৫ মেট্রিক টন/বিঘা। তবে, উপযুক্ত যত্ন নিলে ফলন ৮.০-৯.৫ মেট্রিক টন/ বিঘা হতে পারে।

বাজার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

আনারস উৎপাদনের সাথে বাজার ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অসামঞ্জস্যতার কারণে বাংলাদেশে ভাল বাজার তৈরি হচ্ছে না। পরিশেষে, আনারস বাংলাদেশের অতি জনপ্রিয় ফল। দেশের পার্বত্য অঞ্চলে এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে ব্যাপক আনারসের আবাদ হয়ে থাকে। তবে আমাদের বিদ্যমান জাতসমূহ রপ্তানিমুখী নয়। টেকসই কৃষিকে বেগবান করতে এমডি-২ জাতের চাষ করা গেলে এদেশের আনারস চাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কৃষি মন্ত্রণালয়
www.moa.gov.bd
মুদ্রণ ও প্রচার : কৃষি তথ্য সার্ভিস, মে/২০২৩

CamScanner